বচন

বাক্যস্থিত কোনো পদ যা কোনো ব্যক্তি, প্রাণী, বস্তু প্রভৃতিকে বোঝাচ্ছে তারা সংখ্যায় এক না একাধিক এই ব্যাপারটি বোঝানোর বিষয়টিকে বলা হয় বচন।

বাংলা বচন দু-প্রকার : (i) একবচন ও (ii) বহুবচন। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় বচন তিন প্রকার—(i) একবচন, (ii) দ্বিবচন ও (iii) বহুবচন।

একবচন : যে পদের দ্বারা একমাত্র ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝানো হয় তাকে একবচন বলে। যেমন—আকাশ, বই, মামা, ছাত্র, বালক, গাছ, পাখি প্রভৃতি।

বহুবচন : যে পদের দ্বারা একাধিক ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝানো হয় তাকে বহুবচন বলে। যেমন—বইগুলি, ছেলের দল, পতঙ্গের পাল প্রভৃতি।

একবচনের চিহ্ন : টি, টা, খানি, খানা।

বহুবচনের চিহ্ন : গুলি, গুলো, সব, রা, গণ, পুঞ্জ, দল, মালা, পাল।

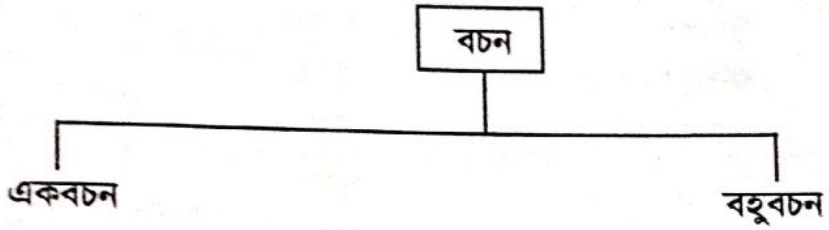

গাছটি, কাপড়খানা, লোকটা, বইখানি প্রভৃতি। বইগুলি, কাপড়গুলো, শিক্ষকগণ, বন্যেরা প্রভৃতি।

একবচন থেকে বহুবচন করার নিয়মগুলি হল

(i) প্রাণীবাচক শব্দে রা, এরা, দিগ প্রভৃতি বহুবচনের চিহ্ন যোগ করে—যারা, তারা, বন্দিরা, মেঘেরা, তোমরা, আমরা, ছেলেমেয়েদের প্রভৃতি।

(ii) বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের পূর্বে 'বিস্তর', 'অজস্র', 'অসংখ্য', 'কত', 'যত', 'তত' প্রভৃতি বহুবচনাত্মক বিশেষণ; দুই, তিন, সাত প্রভৃতি সংখ্যাবাচক বিশেষণ; সব, সকল, অনেক প্রভৃতি সর্বনামীয় বিশেষণ বসিয়ে—অজস্র লিচু, অত কথা, এত খাবার, পাঁচশো লোক, তিনশো টাকা, অনেক মন্ত্রী, সব টাকা প্রভৃতি।

(iii) প্রাণীবাচক ও অপ্রাণীবাচক শব্দের পরে গুলো, গুলি, গুলা প্রভৃতি শব্দ বসিয়ে—কামানের গোলাগুলি, বছরগুলো, দিনগুলি মোর, বইগুলো প্রভৃতি।

(iv) প্রাণীবাচক তৎসম (সংস্কৃত) শব্দের শেষে গণ, কুল, জন, দল, বর্গ, বৃন্দ, মহল, মণ্ডলী প্রভৃতি শব্দ বসিয়ে—মহিলামহল, মুনিগণ, শিষ্যবৃন্দ, শ্রোতৃবর্গ, শিক্ষকমণ্ডলী, ছাত্রদল, কৃষককুল, গুণীজন প্রভৃতি।

(v) অপ্রাণীবাচক তৎসম (সংস্কৃত) শব্দের শেষে রাশি, সমূহ, মণ্ডল, পুঞ্জ, মালা, শ্রেণি, রাজি, আবলী, ময়, জাল, সমুদয়, কুল, দাম প্রভৃতি যোগ করে—খইয়ের রাশি, তরুশ্রেণি, পর্বতমালা, মেঘপুঞ্জ, পুষ্পরাশি, শরজাল, বিটপীকুল, পত্রসমূহ, দীপাবলী, বিদ্যুদ্দাম, গিরিশ্রেণি, কেশদাম প্রভৃতি।

(vi) সমার্থক বা প্রায় সমার্থক শব্দ যোগে একবচন থেকে বহুবচনে রূপান্তরিত করা যায়—জিনিসপত্র, চিঠিপত্র, ছেলেপিলে, ভাবনাচিন্তা, খাওয়া-দাওয়া প্রভৃতি।

Scanned with CamScanner

(viii) বিশেষণ পদের দ্বিত্ব প্রয়োগ করেও বহুবচন করা যায়—রাশিরাশি, বড়োবড়ো, ছোটোছোটো, এক
বাছাবাছা প্রভৃতি।

(ix) সর্বনাম পদের দ্বিত্ব প্রয়োগ করে—কে কে, কেউ কেউ, যে যে প্রভৃতি।

(x) সংখ্যাবাচক পদের দু বার প্রয়োগ করে—লক্ষ লক্ষ টাকা, সাত সতেরো চিন্তা, হাজার হাজার লোক,
বছর, শত শত গ্রাম প্রভৃতি।

(xi) কোনো কোনো বিশেষ্য নিজেরাই বহুবচন—চালের যোগান, ফুলের বাগান, তারার শোভা, সমুদ্রের ঢেউ প্র

বিশেষ্য পদের একবচন ও বহুবচনের কিছু রূপ

একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন
বালক	বালকগণ	শিক্ষক	শিক্ষকবৃন্দ
ছাত্র	ছাত্রবৃন্দ	শিক্ষিকা	শিক্ষিকাবৃন্দ
মানুষ	মানুষগুলো	দিন	দিনগুলি
মা	মায়েরা	মেয়ে	মেয়েরা
লোক	লোকেরা	জাতি	জাতি সমূহ
গুণী	গুণীজন	নক্ষত্র	নক্ষত্ররাজি
কাপড়খানা	কাপড়গুলো	পর্বত	পর্বতমালা/পর্বতশ্রেণি
লোকটা	লোকগুলো	ছাত্র	ছাত্রেরা/ছাত্রগণ
গাছটি	গাছগুলি	পুষ্প	পুষ্পরাজি
পুস্তকখানি	পুস্তকগুলি	পত্র	পত্র সমূহ

সর্বনাম পদের একবচন ও বহুবচনের কিছু রূপ

একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন
আমি	আমরা	তাকে	তাদেরকে
সে	তারা	তোমার	তোমাদের
তুমি	তোমরা	আপনার	আপনাদের
তিনি	তাঁরা	কার	কাদের
আমাকে	আমাদিগকে	যিনি	যাঁরা
ওর	ওদের	ওকে	ওদেরকে
এর	এদের	এ	এরা
যাকে	যাদেরকে	একে	এদেরকে
তোর	তোদের	যার	যাদের
তুই	তোরা	আমার	আমাদের
আপনাকে	আপনাদিগকে	ইনি	এঁদের
যে	যারা	উনি	ওঁদের
তাহাকে	তাহাদিগকে	তিনি	তাঁদের
তোমাকে	তোমাদিগকে	ও	

Scanned with CamScanner

অনেক সময় সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্যের বহুবচন হয়। যেমন—

মিরজাফরদের মৃত্যু নেই। ঘরভেদী **বিভীষণদের** বিশ্বাস কোরো না। গ্রামের **চৌধুরিরাই** ধনী। **নিরঞ্জনবাবুরা** একথা বলেছেন।

অনুশিলনী

১। **নীচের পদগুলি বচন অনুযায়ী সাজাও :**

উঁচু পাহাড়, ছোটো মাছ, বিশাল বিশাল নদী, যে যে লোক, বেতগাছা, রাজারাজড়া, গ্রন্থরাজি, যানবাহন, ভদ্রমণ্ডলী, নেতৃবর্গ, বালকবৃন্দ, পাঠক গোষ্ঠী, গ্রামখানা, বইটা, শিক্ষকগণ, মেঘমালা, সৈন্যবাহিনী, বালকেরা, আমার।

২। **নীচের শব্দগুলিকে বহুবচনে পরিবর্তিত করো :**

গ্রন্থ, সৈন্য, জীব, পাঠক, মহাপুরুষ, পণ্ডিত, শিক্ষক, ছেলে, গাছ, পর্বত, নদী।

৩। **শুদ্ধ করো :**

দেবতাগুলি, শিক্ষকগুলি, ছেলেবৃন্দ, আমসমূহ, বইয়েরা, যে যে ছাত্র, বিশাল বিশাল নদীগুলি, সমস্ত লোকেদের অনেক ছেলে, সমস্ত খেলোয়াড়েরা।

৪। **উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও :**

সর্বনাম পদের দ্বিরুক্তি দিয়ে বহুবচন, শব্দের বিভক্তি প্রয়োগে বহুবচন, বহুত্ববাক্যে পদ দিয়ে বহুবচন, বিশেষ্য পদের দ্বিরুক্তি প্রয়োগে বহুবচন।

৫। —রাজি, —সভা, —বর্গ, —গোষ্ঠী, —শব্দযোগে বহুবচন পদ গঠন করো (তিনটি করে)।

৬। **একবচন না বহুবচন বলো :**

ফুলের বাগান	———
তারার শোভা	———
যে যে	———
রাশি রাশি	———
শরজাল	———
ভাবনা চিন্তা	———
কেশদাম	———
দীপপুঞ্জ	———
বাটিখানা	———
মুকুটখানি	———
বন্যেরা	———

৭। **বচন কাকে বলে? বচন কয়প্রকাশ ও কী কী?**

৮। **একবচনে কী কী ভাবে বহুবচন কার যায়, উদাহরণ সহযোগে লেখো।**

Scanned with CamScanner

পুরুষ

পুরুষ কথাটির আভিধানিক অর্থ হল ক্রিয়ার আশ্রয়। ব্যাকরণের পুরুষ কথার সঙ্গে স্ত্রী-পুরুষ লিঙ্গের কোনো সম্প নেই। ব্যাকরণ মতে পৃথিবীর সমস্ত ব্যক্তি বা বস্তু কোনো না কোনো পুরুষ। সংস্কৃত ভাষার মতো বাংলাতেও পুরু তিনভাগে বিভক্ত করা যায় :

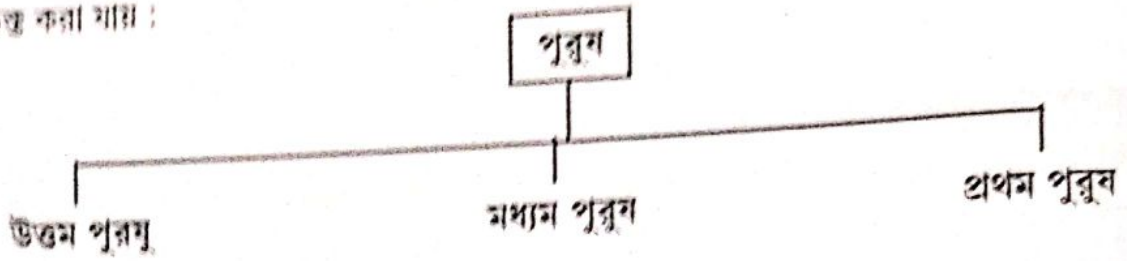

(i) উত্তম পুরুষ

বক্তা নিজের নামের পরিবর্তে যে সর্বনাম প্রয়োগ করেন তাকেই উত্তম পুরুষ বলে।

সর্বনাম 'আমি' শব্দটি ও তার একবচন-বহুবচনের বিবিধ রূপই হল উত্তম পুরুষ।

'আমি' এখন একটু বেড়াতে যাব। 'আমরা' সেদিন বেড়াতে গিয়েছিলাম। 'আমাদের' আজ ছুটি। 'আমাদিগ'কে আজ কলকাতা যেতেই হবে। 'আমাকে' দোষ দিয়ে লাভ নেই। 'আমাদের'কে মনে রেখো।

উপরের বাক্যগুলিতে আমি, আমরা, আমাদের, আমাদিগকে, আমাকে, আমাদেরকে সবকটি উত্তম পুরুষ। আসলে যে বক্তা নিজের সম্পর্কে কিছু বলে তাকেই উত্তম পুরুষ বলে।

স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে যেকোনো ব্যক্তিই নিজের সম্পর্কে উত্তম পুরুষের সর্বনাম ব্যবহার করতে পারে। প্রমীলা শম্পাকে বলল 'আমার হাত ঘড়িটা হারিয়ে গেছে ভাই। তোর ঘড়িটা যদি দিন কয়েকের জন্য আমাকে দিস তো ভালো হয়'।

বাংলায় পুরুষ অনুযায়ী ক্রিয়ার রূপ বদল হয়। যেমন—

উত্তম পুরুষ	ক্রিয়ার রূপ
আমি	যাই
আমরা	যাই
আমাদের	যাওয়া হোক
আমাদেরকে	যেতে হবে
আমার	যাওয়া হোক

উত্তম পুরুষের স্থানে অহংকার প্রকাশ করতে **শর্মা** আর বিনয় প্রকাশ করতে **দীন, সেবক, অধীন, গরিব, অকিঞ্চন, বান্দা** প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করা হয়। তোমার কথা এ **শর্মা** কোনো দিন ভুলবে না। অমর করিয়া বর দেহ **দাসে** হে বরদে। কী কারণে এ **অকিঞ্চনে** স্মরণ করেছেন জানি না। এ **অধীন** আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ। দয়া করে আপনার স্নেহ থেকে এ **গরিবকে** আর বঞ্চিত করবেন না। **দীন** এ **সেবক** এনেছে হীন উপহার।

(ii) মধ্যম পুরুষ

বক্তা সামনের বা সম্মুখস্থ কাকেও কিছু বলবার সময় সে ব্যক্তির নামের পরিবর্তে যে সর্বনাম ব্যবহার করেন তাই মধ্যম পুরুষ।

Scanned with CamScanner

সর্বনাম 'তুমি', 'আপনি' ও 'তুই'—শব্দগুলির একবচন-বহুবচনের বিভিন্ন রূপই মধ্যম পুরুষ।

যেমন—'**তোমার**' কী খবর? 'তোর' কাছেই যাচ্ছিলাম। '**তোদের**' কি কোনোদিনই কাণ্ডজ্ঞান হবে না? 'তুই' কাল কোথায় গিয়েছিলি? '**তোরা**' সব তৈরি থাকিস। এবার কালী '**তোকে**' খাবে। 'তোরা' কাল কোথায় গিয়েছিলি? '**তোমাতে**' পেয়েছে মহামানবের ছবি। 'আপনি' কোথায় থাকেন? আগামী কাল আর আসতে হবে না। আপনার কোথায় থাকা হয়? '**আপনাকে**' কি আর কোথাও যেতে হবে? '**আপনারে**' লয়ে বিব্রত রহিতে আসে নাই কেহ অবনী পরে। মাধব বহুত মিনতি করি '**তোয়**'।

'**আপনি**' এর স্থলে অনেক সময় '**মহাশয়**' 'হুজুর', '**জানাব**' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এছাড়া সংস্কৃতের অনুসরণে ত্বদীয়, ভবদীয়, ত্বৎসদৃশ প্রভৃতি শব্দ মধ্যম পুরুষ হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

একটা কথা মনে রাখা দরকার যে বিশেষ্য পদ কখনও উত্তম পুরুষ বা মধ্যম পুরুষ হয় না। মধ্যম পুরুষ ক্রিয়ার রূপ অনুযায়ী বদল হয়। যেমন :

মধ্যম পুরুষ	ক্রিয়ার রূপ	মধ্যম পুরুষ	ক্রিয়ার রূপ
তুমি	যাও	আপনি	যান
তুই	যাস	তোরা	যাস
তোমরা	যাও	আপনারা	যান
আপনাদের	যাওয়া হোক	তোদের	যাওয়া হোক
তোমাদের	যাওয়া হোক	তোমার	যাওয়া হোক

(iii) প্রথম পুরুষ

অনুপস্থিত কোনো ব্যক্তি বা দূরস্থিত কোনো বস্তুর সম্বন্ধে কিছু বলবার সময় সেই ব্যক্তি বা বস্তুর পরিবর্তে যে সর্বনাম ব্যবহৃত হয় তাকেই প্রথম পুরুষ বলে।

উত্তম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষ ব্যতীত বিশ্বের যাবতীয় ব্যক্তি বা বস্তু সব প্রথম পুরুষ। যেমন—সে, তিনি, তাহারা, উনি, রাম, শ্যাম, পাখি, মাটি, কলকাতা, জল প্রভৃতি।

প্রথম পুরুষও ক্রিয়ার রূপ অনুযায়ী হয়। যেমন—

প্রথম পুরুষ	ক্রিয়ার রূপ	প্রথম পুরুষ	ক্রিয়ার রূপ
সে	যায়	তারা	যায়
রাম	যায়	তিনি	যান
তাঁরা	যান		

বাংলা ভাষায় পুরুষ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ বাংলা ভাষায় কেবল কর্তার পুরুষ অনুসারে ক্রিয়ার রূপ পরিবর্তিত হয়—বচন বা লিঙ্গ অনুযায়ী নয়।

Scanned with CamScanner

পুরুষ অনুসারে ক্রিয়ার রূপ—চল্ ধাতু

পুরুষ		ক্রিয়ার রূপ
উত্তম পুরুষ	আমি, আমরা	চলি, চলছি, চলেছি, চললাম, চলছিলাম, চলেছিলাম, চলতাম, চলব, চলে থাকব।
	তুমি, তোমরা	চল, চলছ, চলেছ, চললে, চলেছিলে, চলছিলে, চলতে, চলবে, চলতে থাক, চলে থাকবে।
মধ্যম পুরুষ	সম্ভ্রমে—আপনি, আপনারা তুচ্ছার্থে—তুই, তোরা	চলেন, চলছেন, চলেছেন, চলুন, চললেন, চলছিলেন, চলেছিলেন, চলতেন, চলবেন, চলতে থাকবেন, চলে থাকবেন। চল্, চলছিস, চলেছিস, চলিস্, চললি, চলছিলি, চলেছিলি, চলতিস, চলবে, চলতে থাকবি, চলে থাকবি।
	সে, তারা, শ্যাম, লতা	চলে, চলছে, চলেছে, চলল, চলছিল, চলেছিল, চলত, চলবে, চলতে থাকবে।
প্রথম পুরুষ	সম্ভ্রমে—তিনি, তাঁরা দাদারা, দিদিরা	চলেন, চলছেন, চলেছেন, চললেন, চলছিলেন, চলেছিলেন। চলতেন, চলবেন, চলতে থাকবেন, চলে থাকবেন।

কোনটি কী পুরুষ জেনে রাখা দরকার :

উত্তম পুরুষ :

আমি, আমরা, আমাকে, আমাদিগকে, আমার, আমাদের, আমায়, মোরে, আমারে, মম, আমাতে, আমাদিগেতে।

মধ্যম পুরুষ :

তুমি, তোমরা, তোমাকে, তোমাদিগকে, তোমাদের, তোমাদিগের, তোমায়, তব, তোমার, তোমারে, তোমা তোমাদিগেতে।

প্রথম পুরুষ :

সে, তাহারা, তাহার, তাহাদের, তাদের, তাঁহার, তাঁর, তাঁদের, তাঁহাদের, তাহাদিগকে, তাঁহাদিগকে, এ, এর, এ উনি, উহা, উহারা, তাহা, ইহা, ইহারা, ইহাদের, খাতা, গাছ, ফুল, রাম, মানুষ ইত্যাদি।

অনুশিলনী

১। **বন্ধনীর মধ্য থেকে সঠিক পুরুষটি বেছে নাও :**

(i) আমাদের (প্রথম/মধ্যম)।
(ii) ইনি (মধ্যম/উত্তম/প্রথম)।
(iii) আপনাদের (উত্তম/মধ্যম/প্রথম)।
(iv) এঁর (প্রথম/মধ্যম/উত্তম)।
(v) তোমার (প্রথম/উত্তম/মধ্যম)।

Scanned with CamScanner

২। নিম্নরেখ পদগুলির পুরুষ নির্ণয় করো :

(i) তুমি রোজ পাঠশালায় যাও।
(ii) আমি রোজ সকালে বেড়াতে যাই।
(iii) সে আজও সেখানে বসে আছে।
(iv) আমাদের বাড়ির সামনে একটা পেয়ারা গাছ আছে।
(v) আপনি কখনও সেখানে যাননি?
(vi) এ কথা আমার অজানা নয়।
(vii) ওরা থাকে কলকাতায়।
(viii) তাঁদের কথা কেউ বলেনি।
(ix) তোমাকে যেতে হবে।
(x) আমার সন্তান যেন সুখে থাকে।

৩। শূন্যস্থানে ক্রিয়াপদ অনুসারে পুরুষ বসাও :

(i) —/— স্কুলে যাব।
(ii) —/— আমার সঙ্গে গিয়েছিল।
(iii) —/—কলকাতা যেতে হবে।
(iv) —/— বেনারস যাবে।
(v) —/— আমাদের আপনজন।
(vi) —/— বসতে দাও।

৪। পুরুষ কাকে বলে? পুরুষ কয় প্রকার ও কী কী?

৫। উত্তম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

৬। প্রথম পুরুষ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

Scanned with CamScanner